নিবন্ধন করেও পরীক্ষায় নেই ৫৭ হাজার শিক্ষার্থী

আবদুর রহমান, কুমিল্লা

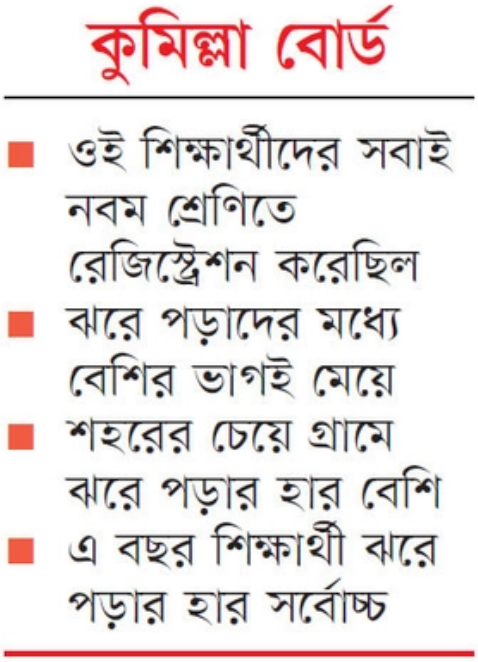

কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীন বিদ্যালয়গুলো থেকে নবম শ্রেণিতে থাকা অবস্থায় এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছেন এমন ৫৭ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী এবার পরীক্ষায় বসছে না। তারা ঝরে পড়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এবার শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার বেশি। এর আগে গত বছরে রেজিস্ট্রেশন করলেও পরীক্ষায় বসেনি এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৬ হাজার ৯৪৫ জন।

বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্তরা বলছেন, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশির ভাগই মেয়ে। আর ঝরে পড়াদের হার শহরের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে বেশি। তারা বেশির ভাগই বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আর করোনা-পরবর্তী অর্থনৈতিক অবস্থায় ছাত্ররা হয়তো বিভিন্ন কাজকর্মে জড়িয়ে পড়েছে।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার জন্য নবম শ্রেণিতে থাকা অবস্থায় মোট রেজিস্ট্রেশন করেছিল দুই লাখ ৩১ হাজার ২৩২ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে এ বছরের এসএসসি পরীক্ষায় বসতে ফরম পূরণ করেছে এক লাখ ৭৪ হাজার ৭৯ জন। রেজিস্ট্রেশন করেও ৫৭ হাজার ১৫৩ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা কার্যক্রম থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৩২ হাজারের বেশি।

এর আগে ২০২২ সালের এসএসসি পরীক্ষার জন্য কুমিল্লা বোর্ড থেকে রেজিস্ট্রেশন করেছিল দুই লাখ ২০ হাজার ২৮৮ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে পরীক্ষায় বসতে ফরম পূরণ করে এক লাখ ৮৩ হাজার ৩৪৩ জন। গত বছর রেজিস্ট্রেশন করলেও পরীক্ষায় বসেনি ৩৬ হাজার ৯৪৫ পরীক্ষার্থী। এবার শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি কমেছে পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল কলেজের অধ্যক্ষ মো. আবুল হোসেন মনে করেন, পারিবারিক উপার্জনের সীমাবদ্ধতা,

পরিবারের অভিভাবকরা শিক্ষার প্রতি সচেতন না হওয়ার কারণে ঝরে পড়ার ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। আর বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক ব্যাধি রোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় গ্রামের মেয়ে শিক্ষার্থীরা বেশি ঝরে পড়েছে।

বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে নারী সংগঠক ও কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রাশেদা আখতার বলেন, ‘এক বছরে এত সংখ্যক শিক্ষার্থী ছিটকে পড়ায় আমরা বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন। প্রশাসন ও তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের বিষয়টি নিয়ে কাজ করে অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে; যাতে এসব শিক্ষার্থী আবারও তাদের শিক্ষাজীবনে ফিরে আসতে পারে। অভিভাবকদের বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সচেতন করতে পারলেই মেয়েদের ঝরে পড়ার হার অনেক কমে যাবে।’

তবে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘নবম শ্রেণিতে থাকা অবস্থায় পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন করে ফরম পূরণ না করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সবাই শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়েছে, বিষয়টি এমন নয়। কারণ এর মধ্যে অনেক শিক্ষার্থী আছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়েছে। আর ছেলেদের ক্ষেত্রে বিদেশ চলে যাওয়ার একটা প্রবণতা আছে। এ ছাড়া পারিবারিক কারণে দেশের মধ্যেই চাকরির খোঁজ করার আগ্রহ তৈরি হওয়ায় এমন হয়েছে।’

তবে তিনি স্বীকার করেন যে করোনা মহামারির পর অর্থনৈতিক সংকটের কারণে অনেক শিক্ষার্থীকেই দেখা গেছে অষ্টম শ্রেণি

পাসের সনদ নিয়ে কোনো না কোনো চাকরি খুঁজছে। যে কারণে অনেকে রেজিস্ট্রেশন করলেও পরীক্ষায় বসছে না। আর মেয়ে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার মূল কারণ হচ্ছে বাল্যবিবাহ। আর নবম শ্রেণিতে কিছু ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য হওয়ার কারণে তারা ফরম ফিলাপ করতে পারেনি—এটি একটি কারণ।

কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও লক্ষ্মীপুর জেলা নিয়ে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড গঠিত।